রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

চেম্বার ভবন, স্টেশন রোড, রাজশাহী
নির্বাচন বোর্ডের কার্যালয়

নম্বর- রাজ/চেম্বার/নির্বাচন(২৬-২৮)/২০২৫-১৩

তারিখ: ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ১৯ নভেম্বর ২০২৫

যেহেতু রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির ২০২৬-২০২৮ দ্বিবার্ষিক মেয়াদের নির্বাচন সুষ্ঠু, সুন্দর, অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে একটি নির্বাচন বিধি ও নির্বাচন আচরণ বিধি প্রণয়ন করা আবশ্যক; সেহেতু এতদ্বারা নির্বাচন বোর্ড নিম্নরূপ নির্বাচন বিধি ও নির্বাচন আচরণ বিধি প্রণয়ন করলো, যথা:-

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন

(১) এই বিধি 'রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির ২০২৬-২০২৮ দ্বিবার্ষিক মেয়াদের নির্বাচনের নির্বাচন বিধি ও নির্বাচন আচরণ বিধি, ২০২৫' নামে অভিহিত হবে।

(২) এই বিধি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা

(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এই বিধিতে-

(ক) "আইন" অর্থ বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ৯ নং আইন);

(খ) "আপিল বোর্ড" অর্থ বিধি ২০ এর অধীন গঠিত নির্বাচন আপিল বোর্ড;

(গ) "এসোসিয়েশন" অর্থ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ)-তে বর্ণিত সমিতি;

(ঘ) "গ্রুপ" অর্থ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ছ)-তে বর্ণিত কোনো গ্রুপ;

(ঙ) "চেম্বার" অর্থ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ), (গ), (ঙ), (জ), (ঝ) ও (ঞ)-তে বর্ণিত কোনো চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি;

(চ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(ছ) "ব্যক্তি" অর্থে একক ব্যক্তি (individual), কোম্পানি, অংশীদারী কারবার (partnership firm) এবং সংবিধিবদ্ধ নয় এইরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত হবে;

(জ) "শহর সমিতি" অর্থ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (চ)-তে বর্ণিত শহর সমিতি।

(২) এই বিধিতে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নি, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হবে।

৩। নির্বাচনযোগ্য পদসমূহ

(১) পরিচালনা পর্ষদের ২০২৬-২০২৮ দ্বিবার্ষিক মেয়াদের নির্বাচনে নিম্নোক্ত পদসমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সভাপতি	.....	০১ (এক)
সিনিয়র সহ-সভাপতি	.....	০১ (এক)
সহ-সভাপতি	.....	০১ (এক)
পরিচালক (সদস্য)	.....	১৮ (আঠারো)
পরিচালক (ট্রেড গ্রুপ)	.....	০৩ (তিন)
পরিচালক (টাউন এ্যাসোসিয়েশন)	.....	০৩ (তিন)
	মোট=	২৭ (সাতাশ)

৪। ভোটাধিকার

(১) রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির ২০২৬-২০২৭ এবং ২০২৭-২০২৮ দ্বি-বার্ষিক মেয়াদের নির্বাচনে বিধি মোতাবেক যে সকল ব্যবসায়ী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং যে সকল সদস্য ১৬ নভেম্বর ২০২৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে সদস্য পদ নবায়ন করেছেন কেবলমাত্র সে সকল সদস্য নির্বাচনে ভোটার হিসাবে বিবেচিত হবেন।

(২) রাজশাহী চেম্বারের সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি, পরিচালক, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, এবং নির্বাহী কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদ সদস্যপদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভোটার তালিকাভুক্ত সকল ভোটার সরাসরি ভোট প্রদান করবেন। *[বিধি ২৫(৪)]*

(৩) ট্রেড গ্রুপ ও টাউন এ্যাসোসিয়েশন শ্রেণি হতে পরিচালক পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ট্রেড গ্রুপ ও টাউন এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা স্ব-স্ব ট্রেড গ্রুপ, টাউন এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক রেজুলেশনের মাধ্যমে মনোনীত হয়ে ২২ নভম্বের ২০২৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে নির্বাচন বোর্ডকে অবগত করবেন এবং নিজ নিজ শ্রেণিতে ভোট প্রদান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

(৪) ব্যক্তিগতভাবে ভোটারকে চেম্বারের সদস্য কার্ড নিয়ে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে হবে। প্রক্সির মাধ্যমে বা ভোটার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ভোট দিতে দেওয়া হবে না। *[বিধি ২৬]*

(৫) ভোটার তালিকায় ভোটারের ছবি ও ভোটারের চেহারার সাথে গরমিল দেখা দিলে তাকে ভোট দিতে দেওয়া হবে না।

(৬) চেম্বারের নিবন্ধিত সকল ট্রেড গ্রুপ ও টাউন এ্যাসোসিয়েশনের ভোটার প্রতিনিধি নির্বাচন তফশীল অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে চেম্বারে উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদান করবেন।

(৭) ভোটার তালিকায় ভোটার নম্বর, ভোটারের নাম, তার প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা এবং TIN নম্বর উল্লেখ করতে হবে। সংগঠনের দপ্তরে রক্ষিত সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত সদস্যের নমুনা স্বাক্ষরের ভিত্তিতে অথবা নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ছবি সম্বলিত পরিচিতি পত্র অথবা চেম্বার কর্তৃক প্রদত্ত ছবি সম্বলিত সদস্য কার্ডের মাধ্যমে ভোটার সনাক্ত করা হবে। উক্ত পরিচিতি পত্র না থাকলে অথবা স্বাক্ষরে গরমিল হলে ভোট প্রদান করা যাবে না।

(৮) ভোটাধিকার প্রাপ্ত বিভিন্ন শ্রেণির সদস্য পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা নির্বাচনে একটি ভোটের অধিকারী হবেন, তবে একজন ভোটার সদস্যকে তার নিজ শ্রেণিতে যতগুলি পদ থাকবে তার সবগুলিতেই ভোট দিতে হবে। এক ব্যক্তির মালিকানাধীন একাধিক কোম্পানির TIN বা BIN সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান থাকলে তিনি সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য ভোটাধিকার প্রাপ্য হবেন এবং উক্ত ভোট কোনক্রমেই হস্তান্তরযোগ্য হবে না *[বিধি ১৯(৫)]*। যথাযথ প্রতিনিধি ও চেম্বারের স্বার্থে একজন ভোটার নিজ নিজ শ্রেণিতে সবগুলি পদে ভোট দিয়ে ভোটাধিকারের পূর্ণ ব্যবহার করবেন। যদি কোন ভোটার তার নিজ শ্রেণির সবগুলি পদে ভোট প্রদান না করেন অথবা নিজ শ্রেণির মোট পদের বেশী ভোট প্রদান করেন সে ক্ষেত্রে সেই ব্যালট পত্র অসম্পূর্ণ এবং বাতিল বলে গণ্য হবে।

কোন ব্যক্তি যদি চেম্বারের একাধিক শ্রেণিতে ভোটার হয়ে থাকেন সেইক্ষেত্রে তিনি সকল শ্রেণিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন কিন্তু যে কোন একটি শ্রেণি থেকে তিনি প্রার্থী হতে পারবেন।

(৯) প্রতিটি পদের বিপরীতে ভোটারগণ নিম্ন-বর্ণিতভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

সভাপতি	সদস্য শ্রেণির সকল ভোটার প্রত্যেক পদের জন্য একটি করে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। প্রত্যেক ট্রেড গ্রুপ ও টাউন এ্যাসোসিয়েশনের একজন করে মনোনীত ভোটার প্রত্যেক পদের জন্য একটি করে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
সিনিয়র সহ-সভাপতি	
সহ-সভাপতি	
পরিচালক (সদস্য)	সদস্য শ্রেণির সকল ভোটার প্রতিটি পদের জন্য একটি করে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
পরিচালক (ট্রেড গ্রুপ)	প্রত্যেক ট্রেড গ্রুপের প্রতি ০৫ জন সদস্যের জন্য ০১ জন মনোনীত প্রতিনিধি একটি করে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।
পরিচালক (টাউন এ্যাসোসিয়েশন)	প্রত্যেক টাউন এ্যাসোসিয়েশনের প্রতি ০৫ জন সদস্যের জন্য ০১ জন মনোনীত প্রতিনিধি একটি করে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

(১০) নির্বাচনের তারিখের পূর্ববর্তী ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে সদস্য হয়েছেন বা নির্বাচনের তারিখের পূর্ববর্তী ৬০ (ষাট)তম দিন পর্যন্ত সংগঠনের প্রাপ্য চাঁদা বকেয়া রেখেছেন এরূপ কোন সদস্য নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না।

(১১) আমমোক্তারনামা প্রদানের মাধ্যমে ভোটার মনোনয়ন করা যাবে না।

(১২) কোনো বাণিজ্য সংগঠনে একাধিক ব্যক্তির মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান থাকলে মালিকগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে যেকোনো একজন মালিককে ভোট প্রদানের জন্য লিখিতভাবে মনোনয়ন প্রদান করা যাবে, তবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী ভোটার হতে পারবেন না এবং উক্তরূপ বিধান একাধিক ব্যক্তির মালিকানাধীন একাধিক TIN বা BIN-সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৫। মনোনয়নে প্রস্তাবকারী ও সর্মথনকারী হওয়ার যোগ্যতা

(১) বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ ও বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত নাই এমন কোন ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী বা তার প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হতে পারবেন না। *[বিধি ২৩ (১)]*

(২) সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের জন্য সকল শ্রেণির বৈধ ভোটার প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হতে পারবেন তবে পরিচালক পদের জন্য নিজ নিজ শ্রেণির বৈধ ভোটার প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হতে পারবেন।

৬। প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা

(১) একজন ভোটার একের অধিক পদে প্রার্থী হতে পারবেন না।

(১) সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে সকল শ্রেণির বৈধ ভোটার প্রার্থী হতে পারবেন এবং পরিচালক পদে নিজ নিজ শ্রেণির বৈধ ভোটার প্রার্থী হতে পারবেন।

(২) রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদে কোন ব্যক্তি পরপর ২ (দুই) মেয়াদ শেষে অন্যূন একটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ এর আওতায় নির্বাচিত বা মনোনীত সকলের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে। *[বিধি ১৮ (৪) ও (৫)]*

৭। মনোনয়নপত্র

(১) মনোনয়ন পত্রে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীর একজন প্রস্তাবক ও একজন সমর্থক থাকতে হবে। প্রস্তাবক ও সমর্থক অবশ্যই ভোটার হতে হবে। এছাড়াও মনোনয়ন পত্রের সাথে নিম্নলিখিত সংযুক্তিসমূহ দাখিল করতে হবে, যথাঃ-

(ক) নোটারি পাবলিক কর্তৃক সত্যায়নের মাধ্যমে ঋণখেলাপী কিনা সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মূল প্রত্যায়ন পত্র; *[বিধি ২৩ (৩) (ক)]*

(খ) নোটারি পাবলিক কর্তৃক সত্যায়নের মাধ্যমে কর, ভ্যাট, শুল্ক হালনাগাদ পরিশোধ করেছেন কি না সে বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত আয়কর, ভ্যাট রিটার্ন ও শুল্ক পরিশোধের মূল সনদপত্র; *[বিধি ২৩ (৩) (খ)]*

(গ) ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত কি না এবং তার মুক্তিলাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে কি না সে বিষয়ে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের মূল সনদ; *[বিধি ২৩ (৩) (গ)]*

(ঘ) ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি;

(ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি;

(চ) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী উভয়ের মেম্বারশীপ (চেম্বারের) সার্টিফিকেটের ফটোকপি;

(ছ) মনোনয়ন ফরমের সাথে সরবরাহকৃত প্রতীকের তালিকা হতে ২টি প্রতীক মনোনীত করে নির্বাচন বোর্ড বরাবর স্বাক্ষরসহ মনোনয়নপত্রের সাথে জমাদান;

(জ) মনোনয়ন ফরম দাখিলের সময় প্রার্থীগণকে অবশ্যই মূল মানি রিসিপ্টের কপি সংযুক্ত করতে হবে;

(২) রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রার্থীকে ভোটার তালিকার সাথে মিল রেখে মনোনয়পত্রে প্রার্থীর পূর্ণ নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা, প্রার্থীর ছবি ও ভোটার নম্বর ইত্যাদি যথাযথ ও নির্ভুল ভাবে পূরণ করিতে হইবে। এছাড়া মনোনয়নপত্রে প্রার্থী, প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সংগঠনের দপ্তরে রক্ষিত সদস্য ফরমের স্বাক্ষর অথবা নমুনা স্বাক্ষরের সাথে মিল থাকতে হবে। মনোননয়নপত্র প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর সমর্থন সহ যথাযথ পূরণপূর্বক নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী নির্ধারিত দিন ও সময়ে চেম্বার ভবনে

নির্বাচন বোর্ডের নিকট জমা দিতে হবে। প্রার্থী নিজে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন। তবে কোনক্রমে ডাকযোগে প্রেরিত মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে না। নির্ধারিত দিন ও সময়ের পর প্রাপ্ত মনোনয়নপত্র বাতিল বলে ঘোষিত হবে।

(৩) মনোনয়নপত্রে তথ্যাদির কোনরূপ পরিবর্তন, সংশোধন, কর্তন, ঘষা-মাজা, দ্বি-লিখন বা ফ্লুইড ব্যবহার, অস্পষ্ট লিখন থাকলে তা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৪) সকল পদের জন্য মনোনয়ন ফরম ক্রয় বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা (অফেরত যোগ্য) জমা দিতে হবে।

(৫) নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মনোনয়নপত্রের সাথে প্রত্যেক প্রার্থীকে নিম্নলিখিতভাবে ফি (অফেরত যোগ্য) এবং ফি এর মূল রশিদসহ মনোনয়নপত্র নির্বাচন বোর্ডের নিকট জমা দিতে হইবে।

ক)	সভাপতি	৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা
খ)	সিনিয়র সহ-সভাপতি	২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা
গ)	সহ-সভাপতি	২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা
ঘ)	পরিচালক	১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা

উল্লেখ্য, টাকা জমার রশিদের মূল কপি সহ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া না হইলে মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৬) মনোনয়ন পত্র যাচাই বাছাইয়ের সময় প্রার্থী স্বয়ং বা তার প্রতিনিধি, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী উপস্থিত থাকতে পারবেন।

৮। অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন

(১) কোন প্রার্থী কর্তৃক প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পর যদি দেখা যায় যে, বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচনযোগ্য পদের সমান বা তদপেক্ষা কম, তাহলে ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হবে না এবং এইরূপ প্রার্থীগণ নির্বাচিত হয়েছেন মর্মে ঘোষণা করা হবে। *[বিধি ২৪(১)]*

(২) বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচনযোগ্য সদস্য সংখ্যা অপেক্ষা কম হলে ভোটার তালিকার ভিত্তিতে উক্ত নির্বাচন তারিখের পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে অবশিষ্ট সদস্য পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হবে এবং বাণিজ্য সংগঠনের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে নতুন করে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হবে এবং এইক্ষেত্রে বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ২০ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়সীমা প্রযোজ্য হবে না। *[বিধি ২৪(২)]*

(৩) ট্রেড গ্রুপ ও টাউন এ্যাসোসিয়েশনের প্রেরিত বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা যদি উক্ত শ্রেণির নির্বাচনযোগ্য পদ সংখ্যার নীচে হয় সেক্ষেত্রে উক্ত বৈধ মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিরা পরিচালনা পর্ষদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৯। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন

(১) চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর যদি প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচনযোগ্য পদ অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। *[বিধি ২৫(১)]*

(২) রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পরিচালক পদে নির্বাচনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভোটার তালিকাভুক্ত সকল ভোটারের সরাসরি ভোটে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীগণ স্ব-স্ব পদে নির্বাচিত হবেন এবং কোন ক্ষেত্রে উক্ত সর্বোচ্চ ভোট সমান হলে লটারির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থীকে বাছাই করে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে এবং নির্বাচনের ফলাফল রাজশাহী চেম্বারের ওয়েবসাইট ও নোটিশবোর্ডে প্রকাশ করা হইবে। *[বিধি ২৫(৪), ২৫ (৬)]*

১০। ব্যালট পেপার

(১) নির্বাচন বোর্ড ব্যালট পত্রের ফরম নির্ধারণ করবে। ব্যালট পত্রের প্রথম অংশে ব্যালট পত্র নম্বর মুদ্রিত থাকবে এবং ব্যালট পত্র আবশ্যিকভাবে বাণিজ্য সংগঠনের সীল ও নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর সম্বলিত হতে হবে। অন্যথায় তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

১১। নির্বাচন, ভোট গণনা ও ফলাফল

(১) ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পর ভোট গণনা শুরু হবে এবং সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত একটানা চলবে। প্রার্থীগণ ইচ্ছা করলে ভোট গণনাকালে সেখানে নিজে উপস্থিত থাকতে পারবেন বা একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে পূর্বেই নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট হতে অনুমতি নিতে হবে।

(২) সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত প্রার্থীগণকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে এবং কোন ক্ষেত্রে উক্ত সর্বোচ্চ ভোট সমান হইলে লটারির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থীকে বাছাই করে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে।

(৩) নির্বাচন কার্যক্রম নির্ধারিত নির্বাচন তফসিলের তারিখ অনুযায়ী পরিচালিত হবে। অনিবার্য কারণ বশতঃ উক্ত দিনে সম্ভব না হইলে নির্বাচন বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যকরী হবে।

(৪) নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ড বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ ও বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী নির্বাচনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(৫) নির্বাচন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন বোর্ড প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন কর্মকর্তা নিযুক্ত করবেন।

(৬) নির্বাচন বোর্ড নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ের সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করবেন।

১২। নির্বাচন সংক্রান্ত অতিরিক্ত বিধান

(১) রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নিজস্ব ভবন ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

(২) রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির কার্যালয় নির্বাচন বোর্ড ও আপিল বোর্ডের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

(৩) রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক সদস্যবৃন্দকে প্রদত্ত পরিচয়পত্র ভোটারের পরিচয়পত্র হিসাবে গণ্য হবে। পরিচয়পত্র অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকেই ভোট প্রদান করতে দেয়া হবে না। ভোট কেন্দ্রে পোলিং অফিসারের নিকট ভোটারের ছবিসহ ভোটার নম্বর ও সদস্য নম্বর উল্লেখিত ভোটার তালিকা থাকবে। ভোটারের পরিচয়পত্রের ছবি, পোলিং অফিসারের নিকট রক্ষিত ভোটারের ছবির সাথে ভোটারের চেহারার মিল দেখে ভোট গ্রহণ করা হবে। ভুয়া ভোটার প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে দেশের প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৪) নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক মনোনয়ন ফরম এর সাথে সরবরাহকৃত প্রতীকের তালিকা থেকে ২টি প্রতীক মনোনীত করে মনোনয়নপত্রের সাথে মনোনীত ২টি প্রতীক জমা দিতে হবে। একাধিক প্রার্থী একই রকম প্রতীক মনোনীত করলে সেক্ষেত্রে তফসিলে উল্লেখিত তারিখ ও সময়ে প্রার্থীবৃন্দ বা তাদের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে লটারির মাধ্যমে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে।

(৫) ভোট গ্রহণের সময় প্রার্থীদের মনোনীত সর্বোচ্চ ১ (এক) জন এজেন্ট/নির্বাচন প্রতিনিধি ভোট গ্রহণ ও গণনা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। এজেন্ট মনোনয়নের জন্য ভোট গ্রহণ শুরুর কমপক্ষে একদিন পূর্বে লিখিতভাবে তা নির্বাচন বোর্ডকে অবহিত করতে হবে। তবে ভোটার ব্যতীত কাউকে এজেন্ট মনোনয়ন দেওয়া হবে না।

(৬) ট্রেড গ্রুপ ও টাউন এ্যাসোসিয়েশন এর ক্ষেত্রে যদি বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা নির্বাচনযোগ্য পদ সংখ্যার নীচে হয় অথবা ট্রেড গ্রুপ ও টাউন এ্যাসোসিয়েশনের মোট ভোটার সংখ্যা নির্বাচনযোগ্য পদ সংখ্যার সমান বা কম হয় সেক্ষেত্রে মনোনয়ন পত্রে কোন কারণে ১ জন প্রস্তাবক ও ১ জন সমর্থক এর স্বাক্ষর না পাওয়া গেলে এক্ষেত্রে প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এস আর ও ১০৫-আইন/৯৪ এর বিধি ১৫(৪) এবং ১৭(১) মোতাবেক উপরোক্ত সমস্যা সমাধান করা হবে।

(৭) ভোটারগণ নির্বাচন বোর্ডের কার্যালয় হতে ৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্য পরিশোধপূর্বক প্রাথমিক অথবা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা সংগ্রহ করতে পারবেন।

(৮) নির্বাচন আপিল বোর্ডের নিকট আবেদন ফি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা [বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী]

(৯) নির্বাচনকালীন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে নির্বাচন বোর্ড আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করবেন।

(১০) ভোট গ্রহণ প্রত্যক্ষ করার জন্য নির্বাচন বোর্ড প্রয়োজনে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে আহবান করতে পারবেন।

(১১) নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে নির্বাচন বোর্ড এবং আপিল বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩। নির্বাচন আচরণ বিধি

(১) নির্বাচন তফসিল জারি করার পর হতে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত আচরণ বিধি প্রযোজ্য হবে যা লঙ্ঘিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে তার প্রার্থীপদ বাতিল করা সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে, যথাঃ

(ক) নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিজ্ঞাপন প্রদান, কোন প্রকার পোস্টার, চিকা অথবা ব্যানার ব্যবহার করা যাবে না।

(খ) প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে নির্বাচনী প্রচার করা যাবে না।

(গ) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় শোডাউন, মিছিল, শ্লোগান নিষিদ্ধ থাকবে।

(ঘ) নির্বাচনী প্রচারে মিছিল করা অথবা শ্লোগান দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

(ঙ) ভোটারদের নিকট কেবল সাদাকালো A4 size এর প্রচারপত্র প্রেরণ করা যাবে, তবে কোন রকম উপঢৌকন প্রেরণ করা যাবে না।

(চ) কোন প্রার্থী একক অথবা দলবদ্ধভাবে কোন হোটেল, রেস্তোরা, বা কমিউনিটি সেন্টারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠান, ভোটারদের আপ্যায়নের আয়োজন এবং তাতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(ছ) নির্বাচন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে গ্রুপ ভিত্তিক সকল প্রার্থীর পরিচিতি সভার আয়োজন করা যাবে।

(জ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘন্টা পূর্ব হতে সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে।

(ঝ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত ভোট কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে প্রার্থী অথবা তার সমর্থকদের সমাবেশ, জটলা, ব্যাজ ধারণ ও পোস্টার বহন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে।

(ঞ) নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত বিধান বহির্ভুতভাবে কোন প্রার্থী কিংবা ভোটার ভোট গ্রহণ এলাকায় অহেতুক অবস্থান করতে পারবেন না।

(২) নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ও পরিচালনায় গ্রুপ ভিত্তিক সকল প্রার্থীর পরিচিতি সভা অনুষ্ঠান করা যাবে। প্রার্থীগণ সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভোটারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। ব্যক্তিগত কুৎসা, অশালীন অথবা রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করা যাবে না। প্রার্থী পরিচিতি সভার ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন বোর্ড সকল প্রার্থীর উপর সমান হারে ফি ধার্য করতে পারবে।

(৩) এই নির্বাচন আচরণ বিধির এক বা একাধিক বিধান লঙ্ঘিত হলে অথবা এই বিষয়ে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে নির্বাচন বোর্ড এই বিধি বিধান মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। নির্বাচন বোর্ডের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ আপিল বোর্ডের নিকট সাথে সাথে আপিল দায়ের করবেন। বিধি ১৩(১) এ বর্ণিত আচরণ বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচন বোর্ডের সুপারিশক্রমে সময়ে সময়ে আপিল বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়ে আচরণ বিধি সংক্রান্ত এইরূপ অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য আপিল বোর্ড নির্বাচন চলাকালীন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকবেন। আপিল বোর্ডের সভায় শুনানী গ্রহণ করা হবে। এই শুনানীর বিষয়ে যাবতীয় নোটিশ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি/ঘোষণা মারফত অবহিত করা হবে। নোটিশবোর্ডে এই বিষয়ে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি একমাত্র বৈধ নোটিশ বলে গণ্য হবে। শুনানী গ্রহণ শেষে আপিল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৪) নির্বাচন বোর্ড, নির্বাচন কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যবৃন্দ, নির্বাচন প্রার্থী এবং কেবল ভোট দানের জন্য আগত ভোটার ভিন্ন অন্য কারও ভোট গ্রহণ কক্ষে প্রবেশাধিকার থাকবে না।

(৫) ভোট চিহ্ন প্রদানের জন্য নির্ধারিত গোপন কক্ষে এক সঙ্গে একাধিক ভোটার প্রবেশ করতে পারবেন না। ভোট গ্রহণ কক্ষের বাইরে ব্যালট পত্র নেওয়া যাবে না।

(৬) ভোট গ্রহণ কক্ষে সকল ভোটার, নির্বাচন বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে বিধি মোতাবেক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এই আদেশের বিধান লঙ্ঘন অথবা অসদাচরণ ও প্ররোচনায় লিপ্ত যে কোন প্রার্থী অথবা ভোটারকে নির্বাচন বোর্ড ভোট কেন্দ্রের এলাকা হইতে বহিস্কার করতে পারবেন।

(৭) নির্বাচন প্রার্থীবৃন্দ কেবল নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত স্থান/আসনে অবস্থান করতে পারবেন এবং নির্বাচন বোর্ডের অনুমতি গ্রহণপূর্বক একবার ভোট দানের উদ্দেশ্যে ভোট প্রদান কক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন।

(৮) কোন প্রার্থী, ভোট গ্রহণ কক্ষে কোন ভোটারের সংগে কোন প্রকার আলাপ ও প্রচারণায় লিপ্ত হতে পারবেন না। নির্বাচন বোর্ড কিংবা নির্বাচনী কর্মকর্তার নিষেধ বা সতর্কীকরণ সত্বেও কোন প্রার্থী ভোট গ্রহণ কক্ষে আলাপচারিতা ও প্রচারণায় লিপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে বিধি ১৩(৩)-এ বর্ণিত বর্ণিত বিধান অনুসরণপূর্বক তার প্রার্থীপদ বাতিল করা যাবে।

(৯) চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা জাল ভোট দান কিংবা ইতোমধ্যে ভোট দিয়েছেন, এমন ভোটারের বিরুদ্ধে অথবা অন্য কোন আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রার্থীগণ নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট আপত্তি দাখিল করতে পারবেন। নির্বাচন বোর্ড এইরূপে দাখিলকৃত আপত্তি, অভিযোগের সুরাহা করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(১০) শারীরিকভাবে অসমর্থ কোন ভোটার, সাহায্যকারী ব্যতীত ভোট দানে অপারগ হলে নির্বাচন বোর্ড ভোটারের মনোনীত একজনকে ভোট প্রদান কক্ষে উক্ত ভোটারের সাহায্যকারী নিযুক্ত করবেন।

(১১) ভোট গ্রহণ শুরুর অন্তত ১৫ মিনিট পূর্বে নির্বাচন বোর্ড নির্বাচন প্রার্থীগণের (যদি উপস্থিত থাকেন) সম্মুখে ব্যালট বাক্স নিরীক্ষণ করে শূন্যতার নিশ্চয়তা বিধানপূর্বক ব্যালট বাক্সটি বন্ধ ও সিলগালা করবেন এবং নির্বাচন বোর্ড, প্রার্থী ও ভোটারদের নিকট দৃশ্যমান একটি উপযোগী স্থানে স্থাপন করবেন।

(১২) নির্বাচনী তফসিলে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত সকল ভোটার ভোট দান করতে পারবেন।

(১৩) বিধি ১৩(১২)-এ বর্ণিত ভোট প্রদান সমাপ্ত হলে ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হবে। অতঃপর ভোট গণনা শুরু হবে এবং সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত একটানা চলতে থাকবে।

১৪। সংশোধ, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ইত্যাদি

(১) অনিবার্য কারণে নির্বাচন বোর্ড যেকোন সময়ে এই নির্বাচন বিধি ও নির্বাচন আচরণ বিধির যেকোন ধরণের সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের অধিকার সংরক্ষণ করবে।

১৯/১১/২৫
মো: মুয়াক্কেরুল হদা
সদস্য, নির্বাচন বোর্ড
রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির
২০২৬-২০২৮ দ্বিবার্ষিক মেয়াদের নির্বাচন
ও
সচিব
রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

১৯/১১/২৫
মো: বোরহান উদ্দিন অন্তর
সদস্য, নির্বাচন বোর্ড
রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির
২০২৬-২০২৮ দ্বিবার্ষিক মেয়াদের নির্বাচন
ও
সহকারী কমিশনার
ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী

১৯/১১/২৫
দেবাশীষ বসাক
চেয়ারম্যান, নির্বাচন বোর্ড
রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির
২০২৬-২০২৮ দ্বিবার্ষিক মেয়াদের নির্বাচন
ও
সিনিয়র সহকারী কমিশনার
ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী

নম্বর- রাজ/চেম্বার/নির্বাচন(২৬-২৮)/২০২৫-১৩

তারিখ: ০৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ১৯ নভেম্বর ২০২৫

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
২. প্রশাসক, দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা
৩. মহাপরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. জেলা প্রশাসক, রাজশাহী
৫. অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী ও চেয়ারম্যান, নির্বাচন আপিল বোর্ড, রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির ২০২৬-২০২৮ দ্বিবার্ষিক মেয়াদের নির্বাচন
৬. ____________________

১৯/১১/২০২৫
চেয়ারম্যান, নির্বাচন বোর্ড
রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির
২০২৬-২০২৮ দ্বিবার্ষিক মেয়াদের নির্বাচন